

বিশ্ব পুস্তক দিবস

বাংলাদেশে প্রায় প্রতিমাসেই দু'একটা আন্তর্জাতিক দিবস পালিত হয়। যেমন বিশ্ব শিশু দিবস, শিশু অধিকার দিবস, মে দিবস, জাতিসংঘ দিবস, বিশ্ব খাদ্য দিবস, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ইত্যাদি আরও নানা দিবস।

এসব দিবসের কোন কোনটি আমাদের দেশে বেশ ঢাকঢোল পিটিয়েই পালন করা হয়। এত সব দিবস পালিত হলেও আমাদের দেশে কোথাও "ওয়ার্ল্ড বুক ডে" বা বিশ্ব পুস্তক দিবস পালিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। ইউনেস্কো ও আন্তর্জাতিক প্রকাশক সংস্থা বিশ্বনন্দিত লেখক শেখরপীয়ার জন্মদিন ২৩ এপ্রিল প্রতিবছর বিশ্ব পুস্তক দিবস হিসাবে পালনের কথা ঘোষণা করেছে।

পৃথিবীর অনেক দেশেই ২৩ এপ্রিল বিশ্ব পুস্তক দিবস হিসাবে পালিত হচ্ছে। আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী দেশ ভারতেও এদিনটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালিত হচ্ছে। বিশ্ব পুস্তক দিবস উপলক্ষে কলকাতায় সপ্তাহব্যাপী বইমেলায়ও আয়োজন করা হয়।

বই মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু—এ কথা স্বীকৃত সত্য হলেও বইয়ের সাথে আজকাল মানুষের নিবিড় সম্পর্কে ফাটল ধরেছে। হাজারো ব্যস্ততা, অভাব-অনটন আর আকাশ সংস্কৃতির রূপালী জগতের হাতছানি আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে বই পড়ার অভ্যাস। আর স্কুল-কলেজের পাঠ্য বইয়ের বিশাল বোঝার চাপে পিষ্ট আমাদের ছেলেমেয়েরা অন্য বই পড়ার মতো সময় বাঁচাতে পারে না। তাই বইয়ের সঙ্গে পাঠকের সম্পর্কের গভীরতায় দিন দিন চির ধরেছে।

ইলেকট্রনিক মিডিয়ার অগ্রসার থেকে বইকে রক্ষা করার জন্যই ইউনেস্কো সারা বিশ্বে পুস্তক দিবস পালনের কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। আসুন, ইউনেস্কোর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরাও প্রতিবছর ২৩ এপ্রিল বিশ্ব পুস্তক দিবস পালন করি। আমাদের দেশে সুলভে বই কেনার একমাত্র সুযোগ হচ্ছে বইমেলা। এদিক থেকে বাংলা একাডেমীর বইমেলাই সামগ্রিকভাবে সফল। জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র আয়োজিত বইমেলা নানা কারণে ক্ষেত্র/পাঠক আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

তাই আমি প্রস্তাব রাখছি ডিসেম্বর মাসের পরিবর্তে বিশ্ব পুস্তক দিবসকে কেন্দ্র করে এপ্রিল মাসে, বৈশাখী মেলার পর জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের বইমেলায় আয়োজন করতে, যাতে বিশ্ব পুস্তক দিবস উপলক্ষে প্রকাশকগণ যতটা সম্ভব কম দামে ক্ষেত্রের হাতে বই তুলে দিতে পারে। টাকার অভাবে ঘাঁরা উচ্চমূল্যে বাজার থেকে বই কিনতে পারে না তাঁরা মেলা থেকে সস্তায় বই কিনে পুস্তক দিবসে প্রিয়জনের হাতে তুলে দেবেন সুন্দর একটি বই। ছাত্রছাত্রীরাও সুলভমূল্যে বই কিনে তাদের বন্ধুদের এদিন উপহার দিতে পারবে একটি চমৎকার বই।

আ,ন,ম, নুরুল হক

১-ই/১২, পশ্চিম ধানমন্ডি

ঢাকা-১২০৯।